বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

অষ্টাদশ বর্ষ (প্রথম সংখ্যা) জানুয়ারি ২০০৭

প্রিয় সতীর্থ,

আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ বিদ্যামন্দিরে সারাদিনব্যাপী পুনর্মিলন উৎসবে যোগ দিতে সপরিবারে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। অনুষ্ঠানসূচী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য ভেতরের পাতায় দেওয়া হ'ল।

সশ্রদ্ধ অভিনন্দনসহ

বিদ্যামন্দির
১ জানুয়ারি ২০০৭

মনোজ কুমার ভট্টাচার্য্য
কর্মসচিব

জরুরী আবেদন

পুনর্মিলন উৎসব ২০০৭ উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মারক পত্রিকার জন্যে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ আশানুরূপ নয়। বিগত AGM-এর আমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে এই বাবদ Contract Form সকল সদস্যের কাছে আমরা পৌঁছে দিয়েছি। দ্রুত বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে পুনর্মিলন উৎসব এবং প্রাক্তনী সংসদের অন্যান্য উদ্যোগকে সফল করুন।

সম্পাদকীয়

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৪১৩ (১১ ডিসেম্বর ২০০৬) বেলুড় মঠে, মঠ-মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলিতে এবং দেশ-বিদেশের নানা স্থানে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদা মায়ের ১৫৪তম জন্মতিথি উৎসব পালিত হল যথাযোগ্য মর্যাদায়। মঠ-মিশনের ভক্তবৃন্দ এবং অন্যান্য মানুষজন আজ ভক্তিবিনম্র চিত্তে দেবীজ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের পূজার্চনা করে নিজেদের আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটিয়ে ধন্য হচ্ছেন।

কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের জীবদ্দশায় এবং এই মরজগৎ থেকে তাঁর অন্তর্হিত হওয়ার পরেও অনেকেই শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি; অনেকেই তাঁকে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী হিসাবেই দেখতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যেও কেউ কেউ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রমুখ) প্রথমে মায়ের প্রকৃত স্বরূপ ধরতে পারেননি। আর পারবেনই বা কেমন করে? আমরা অনেক দেবীমূর্তি দেখতে পাই, যাঁরা দিব্যালঙ্কারে ভূষিতা, নানা অস্ত্রে সুসজ্জিতা। আর আমাদের সারদা মা? তাঁর হাতে কোন অস্ত্র নেই, আর অলঙ্কার বলতে গলায় একটি সোনার হার এবং দুই হাতে দুটি বালা মাত্র। তিনি শান্ত সমাহিতা। বেশীরভাগ সময়েই অত্যন্ত সাধারণ মেয়ের মত ঘোমটা দিয়ে তিনি মুখ ঢেকে রাখতেন। সাধারণ মেয়ের মতই তিনি ঘর ঝাঁট দিয়েছেন, কুটনো কেটেছেন, রান্না করেছেন, এমন কি ধানসিদ্ধ পর্যন্ত করেছেন। তাঁর বাল্যাবস্থাতেও দেখতে পাওয়া যায় যে তিনি গলা-সমান জলে দাঁড়িয়ে গরুর খাবার যোগাড় করেছেন, মায়ের সঙ্গে মাঠে গিয়ে তুলো এনে পৈতে কেটেছেন, এমন কি মাঠে গিয়ে মুনিষদের (মজুরদের) মুড়ি-গুড়ও পৌঁছে দিয়েছেন। জয়রামবাটীতে রাধু, নলিনী এবং মামাদের নিয়ে যেভাবে শ্রীশ্রীমা থাকতেন, তাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে ঘোরতর সংসারী বলে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না।

এই ঘোর সংসারীর আড়ালেই যে সাক্ষাৎ জগজ্জননী নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, একটা সাংসারিক মায়ার আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন— একথা প্রথম আমরা জানতে ও বুঝতে পারি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ফলহারিণী কালী পূজার দিন ষোড়শোপচারে পুজো অর্চনা করে তাঁর দীর্ঘ সতেরো বছরের সাধনার ফল ও জপের মালা সমর্পণান্তে তাঁকে প্রণাম করলেন। এভাবেই শ্রীশ্রীমা মাত্র উনিশ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা হলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্বমুখে নানাসময়ে নানাভাবে শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। কখনও তিনি বলেছেন, "ও (শ্রীমা) সারদা— সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" কখনও বলেছেন, "ঐ যে মন্দিরে (দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির) মা রয়েছেন আর এই নহবতের মা—অভেদ।" ভাগ্নে হৃদয়কে সাবধান করে দিয়ে তিনি বলেছেন, "এর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়ত রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; ওর (শ্রীশ্রীমায়ের) ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবে না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের পর আর যিনি শ্রীশ্রীমাকে আমাদের চিনিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন তিনি হলেন স্বামীজী—স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করে তাঁর সম্বন্ধে তিনি বলতেন, 'জ্যান্ত দুর্গা'। গুরুভাই স্বামী শিবানন্দজীকে স্বামীজী একবার লিখেছিলেন, "মা ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে।" আরও স্পষ্ট করে স্বামী শিবানন্দজীকে তিনি লিখলেন, "দাদা রাগ করো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে (শ্রীশ্রীমাকে) বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।" আর একবার মায়ের প্রথম সন্ন্যাসী সেবক স্বামী যোগানন্দজীকে স্বামীজী বলেছিলেন, "আমাদের মা আধ্যাত্মিক শক্তির একটি বিশাল আধার। যদিও বাইরে গভীর সমুদ্রের মত প্রশান্ত, তাঁর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছে।"

এই যে জগজ্জননী সারদা মা—তিনি কিন্তু নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে আজীবন একটা সযত্ন সতর্কতা রক্ষা করে চলেছিলেন; সব সময় নিজেকে আড়াল করে রাখতেই সচেষ্ট থাকতেন। কিন্তু কখনও কখনও পরিস্থিতির চাপে, কখনও বা অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর স্বরূপ তিনি প্রকাশ করে ফেলতেন। এরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রথমত, কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী যাবার পথে মাঠের মধ্যে শিবুদা কর্তৃক বারংবার আন্তরিকভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে সারদা মা নিজেকে 'কালী' বলে স্বীকার করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, কামারপুকুরে হরিশের ঘটনায় শ্রীশ্রীমায়ের বগলামূর্তি ধারণে তাঁর শক্তি-স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয়ত, জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে মায়ের আত্মীয়েরা তাঁকে প্রায়ই জ্বালাতন করতেন। একদিন বিরক্ত হয়ে তাঁদের বলেছিলেন, "দেখ, তোরা আমাকে বেশী জ্বালাতন করিস নে, এর (শ্রীশ্রীমায়ের) ভিতরে যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—কারও সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে।.... কত মুনি ঋষি আমাকে তপস্যা করেও পায় না, তোরা আমাকে পেয়ে হারালি।" অন্য একসময়ে তিনি বলেছেন, "আমি (শ্রীশ্রীমা) ও ঠাকুরে কোন পার্থক্য নাই, শুধু রূপের পার্থক্য। যিনি ঠাকুর তিনিই এই দেহে (শ্রীশ্রীমার) আছেন।" বলেছেন, "যেই ঠাকুর, সেই আমি।" ভক্তশ্রেষ্ঠ ও নাট্যসম্রাট গিরিশ ঘোষের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।" স্বামী অরূপানন্দজীকে মা বলেছেন, "আমি সকলের মা, ইতর জীবজন্তুরও মা।"

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রামেশ্বরমে রামেশ্বর লিঙ্গ দর্শনমাত্র এবং রামেশ্বরম থেকে কলকাতায় ফিরে উদ্বোধনের বাড়ীতে কোয়ালপাড়া নিবাসী কেদারবাবুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমায়ের স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি ঃ "যেমনটি রেখে এসেছিলাম ঠিক তেমনটিই আছেন"—এ থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, ত্রেতাযুগের মা সীতা আর বর্তমান যুগের মা সারদা এক ও অভিন্ন।

পশ্চিমবাংলার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের নিকট নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন,"আমি তোমাদের ইহকালের মা, তোমাদের পরকালের মা। আমি তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের মা। আমি-মা থাকতে তোমাদের ভয় কী?"

শ্রীশ্রীমায়ের এই স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে যদি আমরা—সন্ন্যাসী ও সাধারণ মানুষ তাঁকে উপলব্ধি ও অনুসরণ করার সামান্যতম চেষ্টাও করি, তাহলেই আমাদের জন্ম সার্থক হয়ে উঠবে।

নানা অসুবিধা ও সমস্যা অতিক্রম করে 'প্রাক্তনীবার্তা' এবারে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করল; আশা করি প্রক্তনীদের সক্রিয় সহযোগিতায় আরও সমৃদ্ধ হয়ে প্রাক্তনী সংসদের এই মুখপত্র উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।

আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এ বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের ২০তম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবের বিস্তারিত কর্মসূচী-সহ আমন্ত্রণলিপি প্রাক্তনীবার্তার বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হল, যাতে প্রাক্তনীরা যথেষ্ট আগে থেকেই পুনর্মিলন উৎসবে যোগদানের প্রস্তুতি নিতে পারেন। ব্যয়সংকোচের জন্য পৃথক আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হবে না এরূপই স্থির হয়েছে সংসদের কর্মসমিতির সভায়। প্রাক্তনীরা দলে দলে পুনর্মিলন উৎসবে যোগদান করে এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন—এই আশা ও প্রত্যয় রাখি।

—নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

(সম্পাদকীয় নিবন্ধটি লিখতে যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল ঃ ১। শতরূপে সারদা, ২। চিরন্তনী সারদা, ৩। শ্রীশ্রীমায়ের কথা (২য় ভাগ), ৪। শ্রীমা সারদাদেবী এবং ৫। শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী।)

আমাদের ঋষি-ঋণ

বিদ্যামন্দিরের পূজনীয় আচার্য অধ্যক্ষ মহারাজকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সমাগত সন্ন্যাসী—প্রাক্তনছাত্র-সন্ন্যাসী মহারাজগণকেও আমার বিনত প্রণাম জানাই। বার্ষিক সভায় সমাগত প্রাক্তন ছাত্রভ্রাতৃবৃন্দকে আমার সপ্রীতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাই।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমরা সবাই গর্ব অনুভব করি। বিদ্যামন্দিরের পবিত্র সান্নিধ্যই যে আমাদের জীবনকে ধন্য এবং সার্থক করেছে—একথা আমরা সবাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সর্বদাই স্মরণ রাখি। বিদ্যামন্দিরের প্রেরণাই যে আমাদের জীবনের চতুর্বর্গ প্রাপ্তির একমাত্র হেতু—এই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। বিদ্যামন্দিরের কাছে যে আমাদের 'ঋণ' বা 'দায়' আছে—এও আমরা বিস্মৃত নই। তাই আমরা সুযোগ পেলেই এখানে ছুটে আসি।

দেশ ও সমাজ আমাদের কাছে বিশেষ একটা নৈতিক এবং চারিত্রিক জীবনাদর্শ প্রত্যাশা করে—এ আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে কোন ছাত্রকেই সমাজ বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে। সমাজের এই প্রত্যাশা এবং আমাদের গুরুকুলের শিক্ষা ও প্রেরণাকে যেন আমরা পূরণ ও কার্যে পরিণত করতে সক্ষম হই, এই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রাক্তন ছাত্রসঙ্ঘের সমাবেশ এবং সমবেত ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা।

স্বামীজীই বিদ্যামন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন। ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত 'শিক্ষক' বা 'আচার্য' গঠন করাই ছিল স্বামীজীর ইচ্ছা। সন্ন্যাসী বা গৃহী প্রত্যেকেরই একই দায়, একই উদ্দেশ্য—জীবনকে ত্যাগ ও সেবার ভাবে বিকশিত করা। আমরা যারা বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী তাদের অনেকের মধ্যেই এই ভাব বিকশিত হয়েছে বলেই সমাজে এখন বিদ্যামন্দির-জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির এত আগ্রহ। আর আমাদের যে সকল প্রাক্তনী সঙ্ঘে যোগ দিয়ে স্বামীজীর ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছেন তাঁরা তো ত্যাগ ও সেবাদর্শের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করছেন। তাঁরা আমাদের মাথার মণি—"সোনা দিয়ে বাঁধানো হাতির দাঁত।"

আমাদের এই প্রাক্তন ছাত্রসঙ্ঘ ব্যক্তিগত জীবনে ও সমষ্টিগতভাবে বিদ্যামন্দিরে লব্ধ ত্যাগ ও সেবার আধ্যাত্মিক আদর্শকেই বাস্তবে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছি আমাদের পরিচালনা সমিতির সম্পাদকের বিবৃতি থেকে। পরিমাণের বিচারে সেটি যৎসামান্য হলেও গুণমানের বিচারে অমূল্য সন্দেহ নেই। আমাদের যত সাধ ছিল, ততটা সাধ্য নেই। এ শুধু একটা আদর্শ-প্রদীপের শিখাকে জাজ্জ্বল্যমান রাখার প্রচেষ্টা মাত্র। ভাবীকালে এই দীপশিখা থেকেই এক বিরাট যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে—এই বিশ্বাস আমাদের আছে। বিদ্যামন্দির আজ যেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনাকে বিশ্বময় বিস্তার করার কেন্দ্র।

আমাদের এই প্রাক্তন ছাত্রসঙ্ঘ বিদ্যামন্দিরের আদর্শকে জীবনে বিকশিত করে যেন ধন্য হতে পারে—'ঋষি ঋণের' সামান্যও শোধ করতে পারে, এই প্রার্থনা করি।

—ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর

(১৫ আগস্ট, ২০০৬ সংসদের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের সারসংক্ষেপ)

প্রাক্তনীদের গঠনমূলক উদ্যোগ

পূর্বাচল বিবেক চ্যারিটেবল সোসাইটি

সংক্ষেপে 'বিবেক সোসাইটি' বা 'পি ভি সি এস'। সূচনা ঘটেছিল বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী কল্যাণ বসু এবং আলোক চট্টোপাধ্যায়-এর মধ্যে চিন্তা বিনিময় নয়, চিন্তা বিস্তারের মধ্যে দিয়ে। কথা হয়েছিল, আমরা যারা বিদ্যামন্দিরে পড়তে এসেছিলাম তারা একদিকে যেমন (বলা যায়) গরিব বাড়ির ছেলে ছিলাম, অপরদিকে আমাদের পরম সৌভাগ্য ঘটেছিল শ্রীমৎ স্বামী তেজসানন্দজীর পরম প্রীতির আহ্বানে ধন্য হবার। সে সৌভাগ্যের কথা বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের কাছে যেন মায়ের কাছে মাসীর গল্প শোনানো হবে।

বিদ্যামন্দিরের নিকট ঋণ স্বীকার প্রস্তাবনায় আমরা নিজেদের প্রসারিত করলাম। চিন্তা করলাম, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে স্বামীজীর নামে সমাজের ছেলেমেয়েদের যাবতীয় প্রতিভাকে যতটা পারি বিকশিত করে তুলবার বিষয়ে 'প্রায় পরিপূর্ণ' সহযোগিতা দেবার ব্যবস্থা করব। প্রথমেই নিজেদের কাছে কবুল করলাম যে—(এক) নিতান্ত দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের কাজ হবে না, কোন দরিদ্র নারায়ণ সেবাও নয়, কেবলমাত্র মানুষ হবার প্রস্তুতি। আর (দুই) সে প্রস্তুতিও মূলত এমন পর্যায়ে যখন দেখা যাচ্ছে যে নিজের চেষ্টায় একজন তার পরিবার পরিসরগত পূর্বাবস্থায় থেকে খানিকটা অগ্রসর হয়ে এসেছে এবং আর খানিকটা সহায়তা পেলে সে আরো একটু এগুতে পারবে।

আবেদন জানান হল বন্ধুবান্ধবদের কাছে। ততক্ষণে ঠিক হয়ে গিয়েছিল যৎসামান্য সাড়া পেলেই কাজটা শুরু করে দিতে হবে। আশাতিরিক্ত না হলেও যথেষ্টই সাড়া পাওয়া গেল। কাজ শুরু হল ২০০২-এ। আজ আমরা ৩২জন বিভিন্ন পেশার মানুষ স্বামীজীর নামে মানুষকে ভালবাসার নেশায় বছরে প্রায় ৩৫জন ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। বিশ্বাস করুন, নিজেদের ওপর আমাদের কোন ভরসা ছিল না। বলাই বাহুল্য স্বামীজীর পদপ্রান্তে সঁপে দিয়েছিলাম আমাদের প্রয়াসের অর্ঘ্য।

সুবিধাপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েরা কেউ ডাক্তারি, কেউ ইনস্ট্রুমেন্টেশন সায়েন্স পড়ছে—ভবিষ্যতে তাদের একটা বড় অংশ নিজেদের কাঁধে এই প্রয়াসের দায়িত্ব তুলে নিতে পারবে। আপাতত আমরা বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীদের কাছে তুলে ধরব তাদের অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত মঞ্চ। 'পি ভি সি এস'-এর সদস্য চাঁদা বাৎসরিক ন্যূনতম ৫০০০ টাকা। সংস্থা নিবন্ধীকৃত এবং আয়কর আইনের '৮০জি' ধারা প্রাপ্ত।

—আলোক চট্টোপাধ্যায় (১৯৬২-৬৫)

[যোগাযোগ : alokkchatterji@yahoo.co.in
X/Q-2, পূর্বাচল, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০০৯৭; ফোন : ২৩৩৫-৮৮৯৮

বিশেষ সংবাদ

● বিদ্যামন্দিরের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিরঞ্জন ভুঁইয়া লিখেছেন 'পরবাসী : স্মৃতি-বিস্মৃতি'— ইতিহাস ও সাহিত্য নির্ভর একটি জীবন আলেখ্য। গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন কলকাতার দাশগুপ্ত এ্যান্ড কোম্পানি।

● বিদ্যামন্দিরের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীদেবজিৎ গাঙ্গুলি (১৯৯৪-৯৭) ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত W.B.C.S. (Executive) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছে। শ্রী গাঙ্গুলি বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাটে Joint Block Development Officer হিসাবে কর্মরত।

অধ্যাপক ভুঁইয়া এবং শ্রীগাঙ্গুলিকে জানাই হার্দিক অভিনন্দন।

সংসদের নতুন কর্মসমিতি (২০০৬-২০০৯)

গত ১৫আগস্ট (২০০৬) সংসদের বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কর্মসমিতি গঠিত হয়েছে পরবর্তী তিন বছরের জন্য। বিদ্যামন্দিরে শিক্ষাবর্ষ ও টেলিফোন নম্বর সহ পদাধিকারী ও সদস্যদের নাম নীচে দেওয়া হল।

পৃষ্ঠপোষক :

- স্বামী গিরিশানন্দ ২৬৫৪-৫৮৯২
- স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ ২৬৫৪-৯৯৯৯/৯৮৩০২১৬৬৩৬
- স্বামী ত্যাগরূপানন্দ ২৬৫৪-৯১৮১/২৬৫৪-৯৬৩২/৯৪৩৩৪২২৪১৮
- শ্রী নচিকেতা ভরদ্বাজ (১৯৪১-৪৩) ২৩৪১-০৮৭০

সভাপতি :

- শ্রী সচ্চিদানন্দ ধর (১৯৪১-৪৩) ২৪৪২-০৪৫৩

সহ-সভাপতি :

- শ্রী বিশ্বনাথ দাস (১৯৫৯-৬১) ২৬৫৪-২৩০৬/৯৮৩০৫২০৬৯৫
- শ্রী নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু (১৯৫৯-৬১) ২৬৫৪-৩৯১৬

সম্পাদক :

- শ্রী মনোজ কুমার ভট্টাচার্য (১৯৭৯-৮২) ২৫৫৮-৭৫৫৮/৯৮৩১৪৬৪৬৬০

যুগ্ম-সম্পাদক :

- স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ (১৯৮৬-৮৮) ২৬৫৪-৯১৮১/২৬৫৪-৯৬৩২
- শ্রী সুশান্ত দে (১৯৮৪-৮৭) ২৬৬৪-৯৯১৯/৯৪৩৩৪৬৩৫৩

কোষাধ্যক্ষ :

- শ্রী শুভজিৎ দত্ত (১৯৯২-৯৪) ২৬৫৪-৪৬৬৯/৯৪৩৩৪৫১৫৯১

সদস্যবৃন্দ :

- শ্রী সুব্রত গাঙ্গুলি (১৯৪৬-৪৮) ২৪৭৪-৫৩১২
- শ্রী তুহিন কুমার গাঙ্গুলি (১৯৫৫-৫৭) ২৫৭৭-৫১০৭/৯৮৮৩০২৬৮৮০
- শ্রী আশীষ রায় (১৯৫৫-৫৭) ২৬৬৮-২২৬৮/৯৩৩৯৭৯৫৯৯৭
- শ্রী দীপক ঘোষ (১৯৬৫-৬৮) ২৬৫৪-০২৮৬/৯৪৩৩৩৮৬৪১০
- শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৭-৭১) ২৬২২-০০৩২
- শ্রী তপন কুমার ঘোষ (১৯৬৯-৭৩) ২৬৫৪-৩৭৩৩/৯৮৩৬৬১৮১৪৩
- শ্রী গৌতম গোস্বামী (১৯৭৩-৭৬) ২৪৩০-০০৬০/৯৮৩০৪২০৬২৪
- শ্রী উমেশচন্দ্র অধিকারী (১৯৭৪-৭৭) ০৩২১৬-২৪৮০৫৪/৯৪৩৪৫৬৫৬৭২
- শ্রী হেমাদ্রি চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৮-৯১) ২৬৬২-০১৬১/৯৪৩৩১১০৪৯৭
- শ্রী সন্দীপন সেন (১৯৯০-৯৫) ২৬৫৫-২৯৯০/৯৪৩৩৩২৩৬০২

স্থায়ী আমন্ত্রিত :

- শ্রী রামকৃষ্ণ ব্যানার্জী (১৯৭১-৭৪) ০৩৪৩-২৫৭১৫০২
- শ্রী তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭৯-৮৩) ০৩২১২-২৪২১৫১/৯৪৩৩৩১৯৮২৮
- শ্রী অনুপ কুমার দাস (১৯৮২-৮৬) ২৬৫৪-৪১৫৭/৯৪৩৩১৭৯৪৬৬
- শ্রী অনুপ ভক্ত (১৯৮৭-৯০) ০৩২১৪-২৫৭০৬৭/৯৮৩০৫১৭০৩৭
- শ্রী শুভেন্দু মজুমদার (১৯৯০-৯২) ০৩৪৫১-২৭৬২১৬/৯৪৩৪৫৭৪১২৪

বিদ্যামন্দির সমাচার
(১ এপ্রিল ২০০৬—১৫ নভেম্বর ২০০৬)

প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন ঃ বিদ্যামন্দির এবং RKMVERI-র প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হল সভাগৃহে ৪.৭.০৬ তারিখে। সভায় সভাপতিত্ব করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ সম্পাদক মহারাজ স্বামী স্মরণানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী শ্রী অর্জুন সিং এবং রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী।

পরের দিন, ৫.৭.০৬ তারিখে বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশেষ স্মারক বক্তৃতা দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক প্রহ্লাদ সরকার। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল—"স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ।"

স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের শুভসূচনা ঃ ১লা জুলাই, ২০০৬ থেকে বিদ্যামন্দির বিবর্তনের এক নতুন পর্বে প্রবেশ করল। গণিত বিদ্যা এবং সংস্কৃত সাহিত্যে শুরু হল স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন। এই উপলক্ষে বিবেকানন্দ হল-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক সোমেশ বাগচি (I.S.I. কলকাতা), অধ্যাপক সুদীপ আচার্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপিকা রত্না বসু (সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধান, কঃ বিঃ), অধ্যাপক মৃণাল কান্তি গাঙ্গুলী (আশুতোষ অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কঃ বিঃ), বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক স্বামী গিরিশানন্দজী মহারাজ

স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের শুভসূচনা

ভ্রাতৃবরণ ২০০৬

প্রমুখ। প্রধানত বিভাগীয় অধ্যাপকদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে এবং বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা অতিথি অধ্যাপকদের সহায়তায় এই দুটি পাঠক্রম সুদক্ষভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃতি চর্চার জন্যে তৈরী হয়েছে "ভারতী-পরিষদ"।

স্নাতকস্তরে নতুন বিষয়—মাইক্রোবায়োলজি ঃ বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকেই স্নাতকস্তরে একটি নতুন বিষয়ের পঠনপাঠন শুরু হল—বিষয়টি মাইক্রোবায়োলজি। নানাস্তরেই বিষয়টির গুরুত্ব বাড়ছে—ছাত্রদের মধ্যে বিষয়টি পড়ার জন্যে আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্বে এই সঙ্গে বিজ্ঞান পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যামন্দির এক নতুন যুগে পদার্পণ করল। নতুন বিষয়ের প্রয়োজনে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি এবং শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। আপাতত আংশিক সময়ের অধ্যাপকদের সহায়তায় পরিচালিত হলেও, খুব শীঘ্র দু'জন পূর্ণকালীন অধ্যাপক যোগ দেবেন।

শারদোৎসবে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নাটক

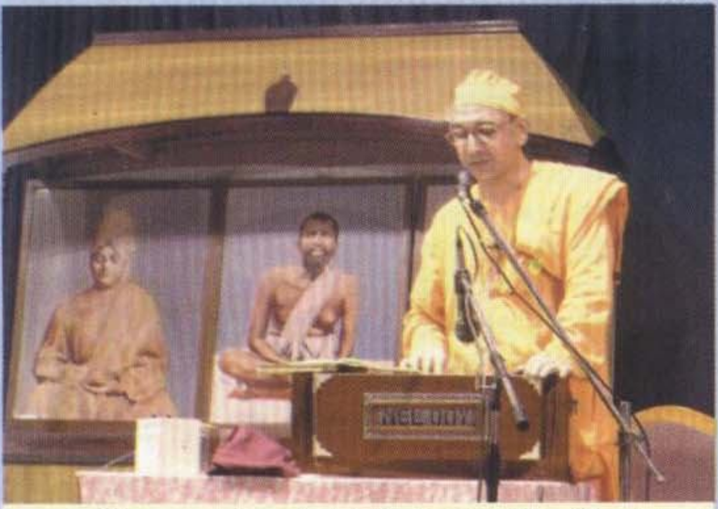

সঙ্গীত সচেতনতা সংক্রান্ত আলোচনা সভায় স্বামী সর্বগানন্দ

পরীক্ষার ফলাফল ঃ এবছর হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সের শেষ ব্যাচ পরীক্ষা দিল। এদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ৫.৬.০৬ তারিখে। নীচে এই ফলাফল দেওয়া হল।

শাখা	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ (≥৬০%)	স্টার (≥৭৫%)	≥৮০%	দ্বিতীয় বিভাগ
বিজ্ঞান	৭২	৭০	৫৬	৫১	০২
কলা	১৮	১৪	১	১	৪

সর্বোচ্চ নম্বর ঃ বিজ্ঞান—সৌরভ সরকার ও সৌগত মাহাতো (৯২৪), কলা—বিকাশ কুমার হাজরা (৮০৫)।

বিদ্যামন্দিরে চিনের সাহিত্যিকদের প্রতিনিধি দল

বিএ/বিএসসি পার্ট টু অনার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে ১০.৮.০৬ তারিখে। ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

বিষয়	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী শ্রেণী	বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান (প্রথম দশ-এ)
পদার্থবিদ্যা	২০	১৩	৭	৫
রসায়ন	২২	১৯	৩	৩,৮
গণিত	১১	৬	৫	২,৩,৭,৮
অর্থনীতি	১০	৩	৭	—
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	৯	২	৭	৪,৮
ইতিহাস	৭	—	৭	—
দর্শন	৬	৩	৩	—
সংস্কৃত	১০	১০	—	১,২,৪,৫,৭,
ইংরাজি	৮	—	৮	—
বাংলা	৬	১	৫	৪

গবেষণার স্বীকৃতি ঃ আলোচ্য সময়ে উচ্চতর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি. এইচ. ডি ডিগ্রীতে সম্মানিত হয়েছেন বিদ্যামন্দিরের দু'জন অধ্যাপক। এঁরা হলেন সংস্কৃত সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সত্যব্রত পাহাড়ী এবং গণিত বিভাগের অধ্যাপক শুভঙ্কর রায়।

স্মারক বক্তৃতায় অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা সভা ঃ স্মারক বক্তৃতা

আলোচ্য সময়ে বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত বিভিন্ন আলোচনা সভা /সেমিনারের প্রধান কয়েকটির তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

তারিখ	বিষয়	বক্তা ও পরিচয়
২৪.৩.০৬	পুলিশ ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক	শ্রী সৌমেন মিত্র, ডি. আই. জি.; সি. আই. ডি. (পঃ বঃ)
১.৪.০৬	তারাশঙ্কর ঃ দেশ কাল	অধ্যাপক অলোক রায়, প্রফেসর এমেরিটাস, বাংলা বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ
৮.৪.০৬	পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা	শ্রী যাদবলাল চক্রবর্তী ও শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী সেক্রেটারি, পঃ বঃ বিধান সভা
২০.৪.০৬	State vs Market in a Public Delivery System	ডঃ মৈত্রীশ ঘটক, অধ্যাপক, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স্
২৬.৪.০৬	সরস চিত্র কথা ঃ সৃষ্টির নেপথ্যে	শ্রী নারায়ণ দেবনাথ, বিশিষ্ট কমিক্স্ রচয়িতা
২৯.৪.০৬	বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা	শ্রী অমিত ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট আইনজীবী, কলকাতা হাইকোর্ট
১৫.৭.০৬	Modern Society : Anxiety in the midst of Plenty	স্বামী তথাগতানন্দজী, মিনিস্টার ইন-চার্জ, বেদান্ত সোসাইটি অব নিউইয়র্ক
২২.৭.০৬	উনিশ শতকের বাংলা পত্রপত্রিকা	শ্রী স্বপন বসু অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
১২.৮.০৬	Casino Misson & Deep Impact Space Mission	শ্রী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, বিড়লা তারামণ্ডল
১৫.৮.০৬	মাতৃশক্তি ও মা সারদা (রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা)	অধ্যাপিকা বাণী বসু, বিশিষ্ট সাহিত্যিক
১৯.৮.০৬	রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন তিন ব্যক্তিত্ব ঃ স্বামীজী, গান্ধীজী ও নেতাজী (অম্বিকা সরকার ও যদুনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা)	অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধিকর্তা, রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
২.৯.০৬	সঙ্গীত সচেতনতা	স্বামী সর্বগানন্দ (প্রাক্তনী) আচার্য, ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেলুড় মঠ
৯.৯.০৬	মানুষের অবস্থান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে	শ্রী পথিক গুহ, বিশিষ্ট বিজ্ঞান সাংবাদিক
২৮.১০.০৬	যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে	ডঃ গোবিন্দ প্রসাদ কুসুম, কনসাল জেনারেল, নেপাল কনসালেট অফিস, কলকাতা; ডঃ সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী, অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
১১.১১.০৬	রিলিজিয়ন অ্যান্ড হিউম্যান ইউনিটি (স্বামী তেজসানন্দ স্মারক বক্তৃতা)	স্বামী প্রভানন্দজী, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব কালচার

বিদ্যামন্দিরের নতুন গাড়ি ঃ এ বছরের বর্ষবরণ ও রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপন বিশেষ স্মরণীয় হয়ে রইলো সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। এই দিনেই রোটারী ক্লাব অব কলকাতার পক্ষ থেকে বিদ্যামন্দিরের জন্য দেওয়া হ'ল পাঁচলক্ষাধিক টাকা মূল্যের একটি "মহেন্দ্র বোলেরো" গাড়ি। এই গাড়িটি পাওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন বিদ্যামন্দিরের বিশিষ্ট প্রাক্তনী (৫১-৫৩) প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দে। এই উপলক্ষে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন রোটারী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ডাঃ এস. কে. শর্মা। অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী তাঁর ভাষণে বিদ্যামন্দিরের ক্রমবিকাশে প্রাক্তনীদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

অন্যান্য সংবাদ ঃ

- দীর্ঘদিন পর বিদ্যামন্দিরের পুকুরটির সংস্কার করা হ'ল লক্ষাধিক টাকা খরচ করে।
- ১৬.৯. ০৬ তারিখে 'অভিভাবক দিবস' উদ্‌যাপিত হ'ল। বিভাগীয় অধ্যাপকদের সঙ্গে অভিভাবকরা খোলামেলা আলোচনা করলেন মূলত পঠনপাঠন বিষয়ে।
- N.C.C র বি-সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বিদ্যামন্দিরের ২৮জন ছাত্র সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'ল। ১লা থেকে ১২ই জানুয়ারি ২০০৬ সল্টলেক স্টেডিয়ামে CATC ক্যাম্প করে এসেছে আমাদের ক্যাডেটরা।
- ৮ এবং ৯ সেপ্টেম্বর Universal Book Concern বিদ্যামন্দিরে পুস্তক প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা করল। Oxford ও Cambridge Universety Press এবং Penguine এর বই হাতের নাগালে পেল ছেলেরা।
- ৪.১১.০৬ তারিখে Haemophilia Society-র উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হ'ল। রক্তদান করলেন মোট ১৩০ জন।
- ভ্রাতৃবরণ উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় প্রদর্শন করে দর্শকদের মুগ্ধ করলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী শ্রীযুক্ত যোগেশ দত্তের মাইম অ্যাকাডেমির শিল্পীরা।
- চীনের শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক প্রতিনিধিদল বিদ্যামন্দিরে এলেন ১৯.৭.০৬ তারিখে। আধুনিক চীনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে এক আলোচনা সভা হ'ল বিবেকানন্দ হল-এ।
- Salt Lake Stadium এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত নবম Youth Parliament Competition (আন্তঃকলেজ) এ বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়ে নিয়ে এল মোট ছ'টি পুরস্কার।

নাম বদল ঃ বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

স্বামীজীর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ হয়েছিল "রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট।" এই নামে 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটি না থাকায় সম্ভবত অস্বস্তি ছিল সবার। শেষ পর্যন্ত আইনকানুনের বাধা কাটিয়ে নবস্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হল "রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়"। আমরা খুশী। উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলছে। U.B.I বেলুড় মঠ শাখার পেছন দিকে তৈরী হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি। এরপর অপেক্ষা—নদী কবে সাগরে মিলবে—কবে বাস্তবায়িত হবে স্বামী বিমুক্তানন্দজীর স্বপ্ন। আশা করি শ্রীশ্রীঠাকুর, মা এবং স্বামীজীর আশীর্বাদে সেই শুভদিন অচিরেই আসবে।

—অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সেতার বাদনরত তৃতীয় বর্ষের রাজিৎ বিশ্বাস

পুনর্মিলন উৎসব ২০০৭

প্রাক্তন ছাত্রধারাই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিঃশেষ প্রবাহ, চিরবর্ধিষ্ণু মানব সম্পদ। সেকারণেই আজকের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তমান ইতিহাসে এঁদের ডাক পড়ছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। বিদ্যামন্দিরের ক্ষেত্রে বিষয়টির তাৎপর্য আরও গভীর ও ব্যাপক। বিগত অনধিক সাত দশকের পথচলায় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে আজ চিহ্নিত হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্বভারতীয় নানা ক্ষেত্রে এখানকার ছাত্রদের উল্লেখ্য কৃতকার্যতা আজ স্বাভাবিক ঘটনা। তা ছাড়াও আছে সমাজের বুকে এমন কিছু মানুষ পাঠানোর চেষ্টা যারা দেশ ও দশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির যজ্ঞে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে। বিদ্যামন্দির কলেজের যথার্থ সফলতার মান এক্ষেত্রেই বোধ হয় পৃথক অভিজ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী। আর এই দ্বিতীয়টির জন্য প্রতিষ্ঠান খুঁজে ফেরে তার প্রাক্তনীদের হাল-হকিকৎ। বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব এই সব কারণেই অন্য পাঁচটা উৎসবের চেয়ে আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়। স্মৃতির সরণী বেয়ে এ কেবল প্রাক্তনীদের ঘরে ফেরা নয়; বিদ্যামন্দিরের ভাবমণ্ডলের মধ্যে এসে নিজেদের একবার recharged করে নেওয়াও বটে—এক বিরাট বহমান, বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে নতুনভাবে চেনা, অন্য অনেককেও খুঁজে পাওয়া। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ রবিবার, বিদ্যামন্দিরের সমস্ত প্রাক্তনীদের কাছে এ সুযোগ আসছে আবার। জানি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বা প্রাক্তনীবার্তার মাধ্যম—এগুলি বিদ্যামন্দিরের সব প্রাক্তনীদের কাছে এই দিনটিতে আসার আমন্ত্রণ পৌঁছে দিতে পারবে না। আর সেজন্যে আমরা চাই, যাঁরাই জানতে পারছেন এ খবর, তাঁরাই তা জানিয়ে দিন তাঁদের পরিচিত সকল প্রাক্তনীকে। আর সেই সঙ্গে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া যাক নীচের তথ্যগুলিও ঃ

ক) (১) পুনর্মিলন উৎসবের ব্যয়নির্বাহের জন্যই সেদিনে যে সব প্রাক্তনী আসবেন তাঁদের সকলের জন্য (সদস্য এবং সদস্য নন) **১০০ টাকা** করে অনুদান ধার্য করা হয়েছে। ঐ টাকা পুনর্মিলন উৎসবের দিনে এসে দিলেই চলবে।

২) পুনর্মিলন উৎসবে যোগদান করতে প্রাক্তনীদের সঙ্গে আসা অতিথিদের জন্য দেয় অনুদান মাথাপিছু **৭৫ টাকা**।

খ) পুনর্মিলন উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী ঃ

শ্রীভবনের প্রার্থনা কক্ষে বিশেষ পূজা ঃ	সকাল ৭-০০
বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন ঃ	সকাল ৮-৩০
প্রাতরাশ	ঃ সকাল ৮-৩০—১০-৩০
প্রদর্শনী ভলিবল ম্যাচ	ঃ সকাল ৯-৩০—১০-৩০
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (বিবেকানন্দ সভাগৃহে)	ঃ বেলা ১১-০০—১২-০০
মধ্যাহ্নভোজন	ঃ দুপুর ১২-৩০
আলোচনা সভা ও পুনর্মিলন সভা	ঃ দুপুর ২-৩০—৪-৩০
চা পান	ঃ বিকেল ৪-৩০—৪-৪৫
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	ঃ বিকেল ৫-০০—৬-০০
সন্ধ্যারতি	ঃ সন্ধ্যা ৬-১৫

পুনর্মিলন উৎসব বিদ্যামন্দিরে এক আবেগমুখর সকাল ডেকে নিয়ে আসে, চেনা-অচেনা বহুমুখে নানারঙে ভরে যায় এ বিদ্যামঠতল। বাইরের জগতে আজ বিদ্যামন্দির এক পরিচিত অস্তিত্ব। সে ত' তার এই নিরন্তর বয়ে-চলা ছাত্রধারার জন্যই। আজ বিদ্যামন্দিরের কর্মধারাও বহুধাবিস্তৃত। বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদও আজ উদ্যোগী বহু কর্মকাণ্ডে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে। পুনর্মিলন উৎসবে প্রাক্তনীদের ঘরে-ফেরা তাই এই কর্মযজ্ঞের অংশী হওয়াও বটে। আমাদের সবার অপেক্ষা তাই এবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এর জন্যে।

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
যুগ্ম-সম্পাদক, প্রাক্তনী সংসদ ও কার্যনির্বাহী উপাধ্যক্ষ, বিদ্যামন্দির

প্রাক্তনী সংসদ সমাচার

"We have to bear in mind that we are all debtors to the world and world does not owe to us anything. It is great privilege for all of us to be allowed to do anything for the world. In helping the world we really help ourselves."
(Swami Vivekananda)

বিবেকানন্দের এই মহতী আদর্শকে সামনে রেখেই বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ আজ এগিয়ে চলেছে তার নানাবিধ কাজের মধ্যে দিয়ে। আমাদের সাধ্য সীমিত, যদিও সাধ অফুরন্ত। বিদ্যামন্দিরের প্রয়োজনের তুলনায় সংসদের প্রয়াস তাই এখনও সামান্য। তবুও আশা আছে, প্রাক্তনীরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন মাতৃসম প্রতিষ্ঠানের নানান কর্মধারায় নিজেদের যুক্ত রাখতে। প্রাক্তনী সংসদের দ্বারা পরিচালিত কাজগুলির একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নীচে দেওয়া হল।

সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্য প্রকল্প ঃ বিদ্যামন্দিরের অদূরে সাঁপুইপাড়া অঞ্চলে শুরু হওয়া স্বাস্থ্য প্রকল্প পূর্বের মতই সপ্তাহে একদিন করে উক্ত অঞ্চলের দুঃস্থ মানুষদের জন্য কাজ করে চলেছে। সপ্তাহে একদিন হলেও স্থানীয় মানুষদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা আজও যথেষ্ট। গত আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৮৪২টাকা। কিন্তু সংসদের কর্ম সমিতির সদস্য শ্রী আশীষ রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ঘাটতির টাকা সংসদকে দান করেন। এছাড়াও শ্রী রায়ের উদ্যোগে এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের জন্যে অনেক ওষুধ সংগৃহীত হয়েছে। ডঃ সত্যব্রত পাল প্রতিবারের মত এবারেও এই প্রকল্পে ৬০০০ টাকা দান করেছেন।

রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা ঃ গত ১৫ আগস্ট ২০০৬ তারিখে প্রতিবারের মত এবারেও এই বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এবারে বক্তব্য রাখেন বাঙলা সাহিত্যের একালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপিকা শ্রীমতী বাণী বসু। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল ঃ মাতৃশক্তি ও শ্রীমা সারদা। বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ হলে এই বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। অধ্যাপিকা বসুর স্বচ্ছন্দ ও নিজস্ব চিন্তাঋদ্ধ ভাষণটি সকলের কাছেই মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ গত ১৫ আগস্ট ২০০৬ তারিখে বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ হলে প্রাক্তনী সংসদের ঊনবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংসদের সভাপতি ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। সম্পাদক অধ্যাপক সন্দীপন সেন ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরে সংসদের কর্মধারার বিস্তৃত প্রতিবেদন পেশ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুশান্ত দে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। বিদায়ী সম্পাদক তাঁর প্রতিবেদনে বিদ্যামন্দির ও প্রাক্তনী সংসদের কর্মধারায় প্রাক্তনীদের আরও বেশী করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাৎসরিক আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। এই সভাতেই পরবর্তী তিন বছরের জন্য নতুন কর্মসমিতি তৈরী হয়।

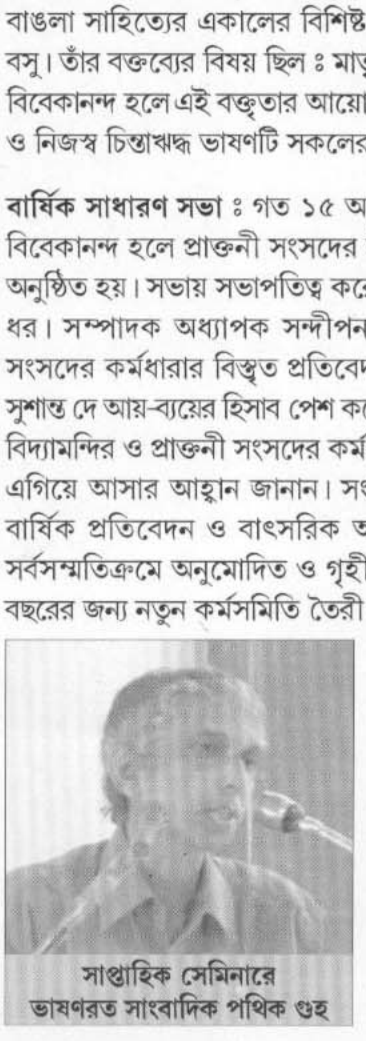

সাপ্তাহিক সেমিনারে
ভাষণরত সাংবাদিক পথিক গুহ

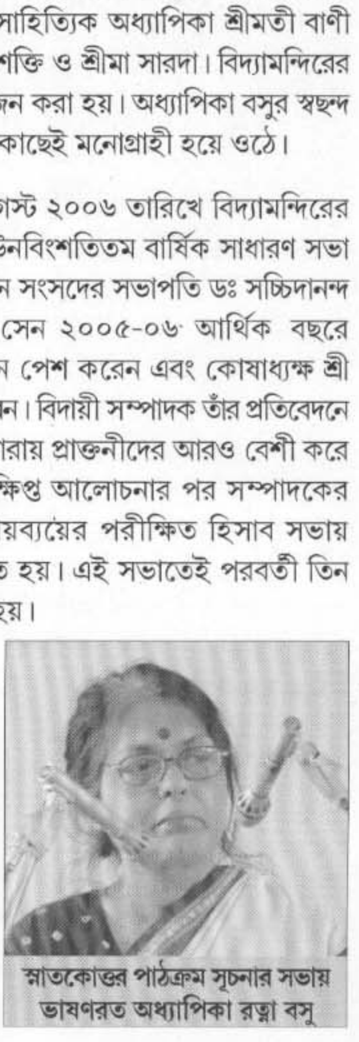

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম সূচনার সভায়
ভাষণরত অধ্যাপিকা রত্না বসু

মূকাভিনয়ে যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমীর কলাকুশলীরা

শারদোৎসবে ছাত্রদের নাটক

স্বামী তেজসানন্দ স্মারক বক্তৃতা ঃ গত ১১ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে সংসদ এই বক্তৃতার আয়োজন করে। এবারের অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম ট্রাস্টী পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজকে। সভার প্রথমে স্বাগত ভাষণ দেন সংসদের সম্পাদক। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গিরিশানন্দজী মহারাজ। এরপর পূজনীয় স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ Religion and Human Unity —এই বিষয়ের উপর তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণটি উপস্থাপিত করেন। বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী মহারাজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের দ্বারা পরিবেশিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ঃ ২০০৬-২০০৭-এর বিবেকানন্দ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে জলপাইগুড়ি জেলায়। এই সংক্রান্ত দুটি আলোচনা হয়ে গেছে যথাক্রমে জলপাইগুড়ি এবং বিদ্যামন্দিরে। জেলায় বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরের প্রতিযোগিতার পর জেলাস্তরের প্রতিযোগিতা সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় জলপাইগুড়ি সদরে গত ১৭ডিসেম্বর তারিখে। এরপর পুরস্কার বিতরণ, যুবসম্মেলন এবং শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে জলপাইগুড়ি আশ্রমের পরিচালনাতেই ১৪ জানুয়ারি ২০০৭-এ।

ভাষণরত স্বামী প্রভানন্দজী

পুনর্মিলন উৎসব ঃ আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে ২০তম পুনর্মিলন উৎসব। এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি এবারের প্রাক্তনীবার্তাতে ছাপা হচ্ছে। প্রাক্তনীরা সেখান থেকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য পেয়ে যাবেন। আমরা সকলেই চাই যত বেশী সংখ্যক সম্ভব প্রাক্তনী যেন এই উৎসবে যোগদান করেন।

প্রাক্তনীরাই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির মেরুদণ্ড। বিশেষত আজকের যুগে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের বিদ্যামন্দিরের নানা উন্নয়নমূলক কাজে এগিয়ে আসাটা খুবই দরকার। আমরা যেন আমাদের সারস্বত ঋণের কথা ভুলে না যাই।

—মনোজ ভট্টাচার্য্য (সম্পাদক, প্রাক্তনী সংসদ)

ভাষণরত অধ্যাপিকা বাণী বসু

পুনর্গঠিত প্রাক্তনীবার্তা উপসমিতি ও সম্পাদকমণ্ডলী

আহ্বায়ক ও প্রধান সম্পাদক ঃ অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

সদস্যবৃন্দ ঃ ডঃ বিশ্বনাথ দাস, অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, অধ্যাপক সন্দীপন সেন

প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা ঃ ডঃ সুব্রত গাঙ্গুলি (প্রাক্তনী)

BOOK POST

PRINTED MATTER

If undelivered, please return to :
Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, P.O. : Belur Math, Howrah, West Bengal-711202
E-mail : alumnividyamandira@gmail.com

Published by Manoj Kumar Bhattacherjee, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association
Printed at Soumen Traders Syndicate, Bally, Howrah, Phone : 2654-3536